বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

সনঃ ২০১৬-২০১৭
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

["খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প এর উপর ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট]

কৃষি এবং পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা- ৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

সনঃ ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

কৃষি এবং পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা- ৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	মুখবন্ধ	০১
২.	**Abbreviations**	০৩
৩.	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	০৫-০৯
৪.	প্রথম অধ্যায়	১১
৫.	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	১৩
৬.	অডিট বিষয়ক তথ্য	১৫
৭.	ভূমিকা	১৭
৮.	নিরীক্ষার পটভূমি	১৮
৯.	প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলী	১৯
১০.	নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য	১৯
১১.	নিরীক্ষার আওতা	১৯
১২.	নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য এবং ক্রাইটেরিয়া	২০
১৩.	নিরীক্ষার পদ্ধতি	২০
১৪.	নিরীক্ষার জনবল	২০
১৫.	সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ	২০
১৬.	নিরীক্ষা সুপারিশ	২১
১৭.	**দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অডিট অনুচ্ছেদসমূহ**	২৩-৩৫
১৮.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৫
১৯.	পরিশিষ্টসমূহ (দ্বিতীয় খন্ড)	৩৭-৪৩
২০.	তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রমাণকসমূহ	৪৫-৬৮

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাব ও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে "খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা অর্জনে ব্যত্বয়সহ চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত বিধি বিধান পরিপালন এবং ক্রয় প্রক্রিয়ার সপক্ষে যথাযথ নথি সংরক্ষণ, প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশকসমূহ অনুসরণ, প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে ফলপ্রসূ তদারকি ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্পের বাজেট পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ ছাড়ের বিষয়টি নিশ্চিত করণসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৪টি ইস্যুতে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

০৩/০৭/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ.....
১৯/১০/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations

BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
BWDB	Bangladesh Water Development Board
CC	Cement Concrete
CCIP	Climate Change Investment Plan
CE	Chief Engineer
CiAD	Civil Audit Directorate
CCT	Climate Change Trust
CCTF	Climate Change Trust Fund
GoB	Government of Bangladesh
IBFCR	Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
ISSAI	International Standards of Supreme Audit Institutions
NAPA	National Adaptation Programme of Action
NPDM	National Plan for Disaster Management
OCAG	Office of the Comptroller and Auditor General
O&M	Operation and Maintenance
PD	Project Director
SDG	Sustainable Development Goals
SE	Superintending Engineer
UNDP	United Nations Development Programme
XEN	Executive Engineer

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১) **প্রকল্প পরিচিতিঃ খুলনা জেলাধীন রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প যা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল ২০১৩-২০১৬ আর্থিক সাল পর্যন্ত ছিল যা পরবর্তীতে বাস্তবায়নের সময়কাল ৩০জুন , ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।**

২) **প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও অর্থায়নের উৎসঃ**

প্রতিষ্ঠানের বাজেটঃ

প্রকল্পের মোট অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ : ১৮১১০৪০০০/- টাকা

প্রাপ্ত বরাদ্দ : ১৪৮২৪২০০০/- টাকা

প্রকৃত খরচ : ১৪৭৮৬৫০০০/- টাকা

অর্থায়নের উৎসঃ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ।

৩) **প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ**

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (ইডউই) এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক হিসাবে প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সার্বিক কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নকারীর দায়িত্বে ছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলী, ওএন্ডএম ডিভিশন-২, পাউবো, খুলনা। যিনি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সার্বিক পর্যাবেক্ষণকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (ইডউই), খুলনা এর পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী উক্ত প্রকল্পের সার্বিক মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

৪) **নিরীক্ষার উদ্দেশ্যঃ**

ক) নিরীক্ষার উদ্দেশ্যই হলো প্রকল্প সারপত্রে যে সকল উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন হবার কথা ছিল তা যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই ও বিশ্লেষণ করে দেখা- এক্ষেত্রে নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

- **প্রকল্প নকশা জলবায়ু সংবেদনশীল হয় কিনা।**
- **কেনাকাটার, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল কিনা।**
- অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
- নদীতীর সুরক্ষা কাজ প্রকল্প নকশা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কি না।
- প্রকল্পের এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাঁধের মেরামতের সাথে পোল্ডার সিস্টেম পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে কিনা।
- বন্যা এবং লবণাক্ত পানি কৃষি কাজে ক্ষতি সাধন করছে কিনা।
- প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা।
- প্রকল্পের অধীনে জলবায়ুর সংবেদনশীল টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
- বাঁধ পুন:নির্মাণ এবং নদী তীর সুরক্ষা কাজ মিতব্যয়ী তার সাথে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা।

খ) থিমেটিক এরিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ নিম্নলিখিত ছয়টি স্তম্ভে প্রণীত হয়েছে :

১. **খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য;**
২. **সমন্বিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা;**
৩. **অবকাঠামো;**
৪. **গবেষণা ও লব্ধজ্ঞান ব্যবস্থাপনা;**
৫. **প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট;**
৬. **দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ;**

৫) নিরীক্ষা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ:

- প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কোন বেইজ লাইন সার্ভে করা হয়নি।
- প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ণ করা হয়নি।
- জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি পর্যালোচনা করে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়নি।

৬) নমুনায়ণ পদ্ধতি/কৌশল:

- **নিরীক্ষার শুরুতে মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্রিফিং বা এন্ট্রি মিটিং এর মতামতসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।**
- **প্রকল্প অফিস থেকে প্রাসঙ্গিক রেকর্ড এবং নথি সংগ্রহ করা হয়েছে।**
- **প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।**
- **ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।**
- **লিখিত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে প্রকল্প কর্মকর্তার মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।**

৭) নিরীক্ষা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাইন্ডিংসসমূহ:

- প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি।
- প্রকল্পের অর্থব্যবস্থাপনা দক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক ছিল না।
- প্রকল্প এলাকায় লবণ পানির অনুপ্রবেশ বন্ধের উদ্দেশ্য কার্যকর হয়নি।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন হয়নি।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি|
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি।
- ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র দলিলাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

৮) নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতাঃ

- প্রকল্প দলিলে নদীতীরবর্তী কোন এলাকা পর্যন্ত প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবে তা উল্লেখ করা হয়নি।
- প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সংখ্যা নির্ধারণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- বেইজলাইন সার্ভে না থাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনের বিষয়টি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।
- জলবায়ু তহবিল হতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিক পরিচালনার বিষয়টি প্রকল্প দলিলে স্পষ্টীকরণ করা হয়নি।
- থিমেটিক এরিয়ার কোন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে তা সুস্পষ্ট করা হয়নি।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ছিল।
- সুনির্দিষ্ট এলাকা ও সুবিধাভোগীদের যে চিহ্নিত না করা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পর্যাপ্ত পরিদর্শনের ব্যবস্থা না রাখা।
- সময় স্বল্পতা, বাস্তবায়নকারী কর্তৃক যথাযথ সহযোগিতার অভাব। সর্বোপরি নতুন বিষয়ের উপর নিরীক্ষা সম্পাদন।

ক) খসড়া পাণ্ডুলিপির দুই পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ কমিটির/টিমের সদস্যদের নামীয় তালিকাঃ

QAC-1	**তারিখ**
১। জনাব পলাশ বাকচী, উপ-পরিচালক।	**২৯/১১/২০১৭খ্রি**
২। জনাব বিদ্যুৎ চৌধুরী, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ **কর্মকর্তা**	
৩। জনাব পিযুষ কুমার সরকার, অডিটর	

QAC-2	**তারিখ**
১। এ এস এম সোহরাব হোসেন, পরিচালক।	**২৬/০৬/২০১৮খ্রি**
২। জনাব পলাশ বাকচী, উপ-পরিচালক।	
৩। জনাব বিদ্যুৎ চৌধুরী, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ **কর্মকর্তা**	
৪। জনাব পিযুষ কুমার সরকার, অডিটর	

প্রতিটি অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দলের দলনেতা ও সদস্যদের নাম ও পদবী সম্বলিত তালিকাঃ

দলনেতা ও সদস্যদের নাম ও পদবী	**অনুচ্ছেদ নং**	**শিরোনাম**
১। জনাব পলাশ বাকচী, উপ-পরিচালক, দলনেতা। ২। জনাব বিদ্যুৎ চৌধুরী, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ **কর্মকর্তা**, সদস্য। ৩। জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, অডিটর, সদস্য। ৪। জনাব পিযুষ কুমার সরকার, অডিটর, সদস্য।	**ইস্যু** -১:প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতা এবং বাস্তবায়নের কার্যকারিতা।	
	১	প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়ার কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি।
	২	প্রকল্পের অর্থব্যবস্থাপনা দক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক ছিল না।
	ইস্যু-২ :নদীভাঙন রোধ, লবণাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধকরণ, পোল্ডার সিস্টেম এবং বাঁধ পুন:নির্মাণ কার্যক্রম।	
	৩	প্রকল্প এলাকায় লবণ পানির অনুপ্রবেশ বন্ধের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি।
	ইস্যু-৩: প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ।	
	৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন হয়নি।
	৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
	৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি।
	ইস্যু-৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।	
	৭	ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র দলিলাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়া পূর্ণপ্রতিযোগিতা মূলক হয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের নাম ও পদবী

অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন	ঃ জনাব উত্তম কুমার দে, উপ-পরিচালক জনাব সিদ্দিকুর রহমান, এএন্ডএও জনাব শচীন্দ্র কুমার সিংহ, এসএএস সুপারিনটেনডেন্ট
রিপোর্টের তত্ত্বাবধান	ঃ জনাব এ এস এম সোহরাব হোসেন, পরিচালক।
রিপোর্টের সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহাপরিচালক।

প্রথম অধ্যায়

(অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ)

১. অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপঃ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
ইস্যু:১-প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতা এবং বাস্তবায়নের কার্যকারিতা।		
১	প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়ার কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি।	২৫-২৭
২	প্রকল্পের অর্থব্যবস্থাপনা দক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক ছিলনা।	২৮
ইস্যু-২: নদী ভাঙা রোধ, লবণাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধকরণ, পোল্ডার সিস্টেম এবং বাঁধ পুন:নির্মাণ কার্যক্রম।		
৩	প্রকল্প এলাকায় লবণ পানির অনুপ্রবেশ বন্ধের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি।	২৯-৩০
ইস্যু-৩: প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ।		
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন হয়নি।	৩১
৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।	৩২
৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি।	৩৩-৩৪
ইস্যু-৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।		
৭	ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র দলিলাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার কারণে ক্রয়প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।	৩৫

২.অডিট বিষয়ক তথ্যঃ

- তথ্য সংগ্রহের সময়কাল : ২৭/০৩/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৯/০৩/২০১৭ খ্রিঃ
- অধিকতর তথ্য সংগ্রহের সময়কাল (বাপাউবো সিসিটিএফ প্রধান কার্যালয়সহ) : ২৪/০৭/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
- অডিট প্ল্যান প্রেরণের তারিখ : ২১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ
- নিরীক্ষা সময়কাল : ১১/০৯/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৭/০৯/২০১৭ খ্রিঃ
- অডিট পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ : ১৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ
- তাগিদপত্র ইস্যুর তারিখ : ২৩/০১/২০১৮ খ্রিঃ
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক জবাব প্রেরণের তারিখ : ১৯/০৩/২০১৮ খিঃ
- জবাবের আলোকে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ : ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ
- আধাসরকারি পত্র ইস্যু : ২৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ
- খসড়া পাণ্ডুলিপি সিএজি কার্যালয়ে প্রেরণ : ০৮/০৯/২০১৮ খ্রিঃ
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ জবাব প্রেরণের তারিখ : ২০/০৯/২০১৮ খ্রিঃ
- জবাবের আলোকে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ : **০৬/০৩/**২০১৯ খ্রিঃ

৩.ভূমিকা :

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া এর ক্ষতিকর প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত বিশ্বের নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হচ্ছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধিজনিত কারণে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ঋতু বৈচিত্রের স্বাভাবিক গতি ধারা ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এর অবস্থান হওয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে এ ঝুঁকির মাত্রা অত্যধিক। প্রায় প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস, খরা, নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে সামগ্রিকভাবে দেশকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে এ ক্ষতির মাত্রা আরও বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে প্রথম সারিতে। নদীমাতৃক বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সৃষ্ট পরিবেশ ও জলবায়ু দূষণের অন্যতম শিকার। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটিজি এন্ড এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে।

আলোচ্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত "খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-২ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ):

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জার্মান ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা "জার্মানওয়াচ" কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রণীত ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স মোতাবেক জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বকে টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো দূর করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-গ্রহণ করা হয়েছে যাতে ১৭ টি অভীষ্ট রয়েছে যা ২০৩০ খ্রি: এর মধ্যে অর্জন করা হবে। এসডিজি-র ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যতম। বৈশ্বিক উদ্যোগের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) গঠন। এ তহবিল গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো সুনির্দিষ্টভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে এমন বিষয় মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এ্যাক্ট, ২০১০:

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ২০১০ প্রণয়ন করা হয় যার লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

খ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি):

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুখোমুখি হয়। জলবায়ু পরিবর্তন এ দূর্যোগের মাত্রাকে বহুগুন বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে মানুষ আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা অতি তুচ্ছ, তথাপি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করে, যা ২০০৯ সালে হালনাগাদ করা হয়।

৪. নিরীক্ষার পটভূমিঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-IBFCR প্রকল্প/বিবিধ/০০১/২০১৭/৫৪, তাং-১৫/০২/২০১৭খ্রিঃএর মাধ্যমে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) কার্যালয়কে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয় কর্তৃক সিভিল অডিট অধিদপ্তরকে একটি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করে নিরীক্ষা যোগ্যতা যাচাইপূর্বক প্রয়েজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সিএজি কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বিসিসিটিএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত তথ্যের মধ্যে নিরীক্ষা বৎসরে প্রায় সমাপ্ত এবং সদ্য সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পের সময়কাল, বাজেট বরাদ্দ, ভৌগোলিক অবস্থান, তথ্য ও প্রমাণকের প্রাপ্যতা, ঝুঁকি এবং নিরীক্ষা যোগ্যতা ইত্যাদির পর্যালোচনায় এই প্রকল্পটিকে নিরীক্ষার আওতাভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)-তে নিম্নলিখিত ছয়টি থিমেটিক এরিয়া বা স্তম্ভ রয়েছে:

থিমেটিক এরিয়া/স্তম্ভ-১: খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য - এর উদ্দেশ্য হলো নারী ও শিশুসহ সমাজের দরিদ্রতম এবং সর্বাধিক বিপন্ন জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ আবাসন, জীবিকা সৃজন এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হতে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

থিমেটিক এরিয়া/স্তম্ভ-২: সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা - এর উদ্দেশ্য হলো ক্রমবর্ধমান এবং মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের বিদ্যমান পরীক্ষিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী করা।

থিমেটিক এরিয়া/স্তম্ভ-৩: অবকাঠামো - এর উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে বিদ্যমান উপকূলীয় বাঁধসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও কাজের উপযোগীকরণ এবং ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও নগরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ জরুরী প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন।

থিমেটিক এরিয়া/স্তম্ভ-৪: গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট - এর উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনীতি এবং বিভিন্ন আর্থ সামাজিক গোষ্ঠীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনগত প্রভাবের মাত্রা ও সময় সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান; ভবিষ্যত বিনিয়োগ কৌশল চিহ্নিতকরণ; এবং বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সর্বশেষ বৈশ্বিক জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করণ।

থিমেটিক এরিয়া/স্তম্ভ-৫: প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট - এর উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জ্বালানী চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নিম্ন কার্বন নিঃসরণকারী বিকল্প পন্থা উদ্ভাবন ও এর ব্যবহার।

থিমেটিক এরিয়া/স্তম্ভ-৬: দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ - এর উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

এই ৬টি থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে মোট ৪৪টি কর্মসূচী নির্ধারিত আছে।উপরোল্লিখিত ৬টি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে থিমেটিক এরিয়া-১ এর অধীন কর্মসূচী-১ (জলবায়ু সহনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার প্রচার) এবং থিমেটিক এরিয়া-৩ এর অধীন কর্মসূচী-১ (বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়িবাঁধ মেরামত ও সংরক্ষণ) নিরীক্ষা আওতাভূক্ত প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিরীক্ষাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে বিসিসিএসএপি-তে বর্ণিত উল্লিখিত কর্মসূচীসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা নির্ধারণে এ অডিট কার্য পরিচালনা করা হয়।

৫. প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলীঃ

প্রকল্পের সময়কাল	:	২০১৩-২০১৬ আর্থিক সাল
বর্ধিত সময়কাল	:	৩০ জুন ২০১৭।
মোট বরাদ্দ	:	১৮,১১,০৪,০০০/-
প্রাপ্ত বরাদ্দ	:	১৪,৮২,৪২,০০০/-
প্রকৃত খরচ	:	১৪,৭৮,৬৫,০০০/-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. রামনগর-রহিমনগর ও তৎসংলগ্ন এলাকা আঠারবাঁকী নদীরভাঙন থেকে রক্ষা করা;
২. রামনগর-রহিমনগর ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে লবণাক্ততার হাত হতে রক্ষা করা;
৩. বর্ণিত এলাকার কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করা;
৪. উল্লিখিত এলাকার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৫. এলাকার জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

৬. নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যঃ

এই নিরীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা। তাছাড়া, প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ জলবায়ু সংবেদনশীল ছিল কিনা তা নির্ধারণ করাও এই নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।এ প্রকল্পটি ০২ টি থিম্যাটিক এরিয়ার আওতাভুক্ত ৪টি ইস্যুর ভিত্তিতে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতা, নদীভাঙ্গন রোধ, লবণাক্ত পানি প্রবেশ বন্ধকরণ, পোল্ডার সিস্টেম, প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার কর্মসংস্থানসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন যথোচিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৭. নিরীক্ষার আওতাঃ

প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত আঠারবাঁকী নদীতীরবর্তী রামনগর-রহিমনগর এলাকার এক কিলোমিটার নদীতীরের সংরক্ষণ কাজ করা হয় যা ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত হয়। এই সময়ে প্রকল্প পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রম, নথিপত্র, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং ব্যয় নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্প দলিলে বর্ণিত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে আঠারবাঁকী নদীতীরবর্তী রামনগর-রহিমনগর ও তৎসলগ্ন এলাকা এ প্রকল্পের সুবিধার আওতার্ভুক্ত হবে। তবে প্রকল্প দলিলে নদীতীরবর্তী কোন এলাকা পর্যন্ত প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া, প্রকল্প দলিল এবং অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সংখ্যা নির্ধারণেরও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রকল্পটির সুবিধাভোগী হিসেবে নদীতীর থেকে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণকে বিবেচনা করা হয়েছে। নিরীক্ষায় প্রকল্প বাস্তবায়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

৮. নিরীক্ষা ইস্যু, উদ্দেশ্য এবং ক্রাইটেরিয়াঃ

মূলত ৪টি ইস্যুর আওতায় নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ইস্যু-০১ :প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতা এবং বাস্তবায়নের কার্যকারিতা।

ইস্যু-০২ : নদীভাঙন রোধ, লবণাক্ত পানি প্রবেশ বন্ধকরণ, পোল্ডার সিস্টেম এবং বাঁধ পুন:নির্মাণ কার্যক্রম।

ইস্যু-০৩ : প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান।

ইস্যু-০৪ : প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ক্রয়প্রক্রিয়া।

প্রতিটি ইস্যুর বিপরীতে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং ক্রাইটেরিয়া সুনির্দিষ্ট করে নিরীক্ষা কাজ পরিচালিত হয়েছে যা পরিশিষ্ট-১ এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. নিরীক্ষার পদ্ধতিঃ

এই নিরীক্ষায় ISSAI বর্ণিত ফলাফল ভিত্তিক নিরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাব কর্মকর্তা (Principle Accounting Officer) সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি পরিচিতিমূলক সভার মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্য শুরু হয়েছে। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাসঙ্গিক রেকর্ড ও নথি সংগ্রহ করা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিরীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। লিখিত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে প্রকল্প কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত প্রমাণক ও তথ্যাদি এবং এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০. নিরীক্ষার জনবলঃ

নিরীক্ষা দল নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে :

১। জনাব পলাশ বাকচী, উপ-পরিচালক (দলনেতা)।
২। জনাব বিদ্যুৎ চৌধুরী, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সদস্য)।
৩। জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, অডিটর, (সদস্য) ।
৪। জনাব পিযুষ কুমার সরকার, অডিটর, (সদস্য) ।

১১.সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহঃ

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে মাত্র একটি উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে অর্থাৎ রামনগর-রহিমনগর এলাকা সংলগ্ন আঠারবাঁকী নদীরভাঙন রোধের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কারণে ঐ এলাকার নদীতীর ভাঙন বন্ধ হয়েছে। নদীতীর সংরক্ষণের ফলে প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় লবণাক্ত পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হলেও নদীতীরের উচ্চতা বৃদ্ধি না করা এবং নদী হতে প্রবেশকৃত খালের পানি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করার কারণে প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় লবণ পানির প্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় কৃষি জমি নেই বললেই চলে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করার যে উদ্দেশ্য প্রকল্প দলিলে নির্ধারণ করা হয়েছে তা খুব একটা তাৎপর্য বহন করে না। নদীতীর ভাঙন রোধ করার মাধ্যমে এলাকার মানুষের সম্পদের সুরক্ষা করা গেলেও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে উদ্দেশ্য প্রকল্পের ছিল তা বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়টি কোন প্রমাণক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরেজমিনে যাচাই এবং সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নদীতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার নদীভাঙন রোধ হলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এর কোন ভূমিকা নেই কিংবা এর মাধ্যমে এলাকায় কোন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিও হয়নি। তাছাড়া, এর স্বপক্ষে অন্য কোন প্রমাণকও পাওয়া যায়নি।

নদীতীর সুরক্ষার জন্য প্রকল্প দলিলে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়ন করা হলেও প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে কোন কার্যক্রম রাখা হয়নি বা এতদউদ্দেশ্যে কোন প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাও হয়নি। নদীতীর সংরক্ষণের ফলে প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় লবণ পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হলেও নদীতীরের উচ্চতা বৃদ্ধি না করায় লবণ পানির প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়নি। এক্ষেত্রে নদীতে জোয়ার এলে বা বর্ষাকালে প্রকল্প সংলগ্ন এলাকা জলাবদ্ধতার হাত হতে রক্ষার জন্য যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অধিকন্তু, প্রকল্প এলাকাকে নদীর সাথে সংযোগকারী খালসমূহের মাধ্যমে এলাকাকে প্লাবিত করার হাত হতে রক্ষার লক্ষ্যে কোন স্লুইস গেইট স্থাপন করা হয়নি তাছাড়া প্রকল্প প্রণয়নে কোন প্রকার বেইজ লাইন সার্ভে না করেই প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়। ফলে জলবায়ু অভিযোজনমূলক যে সকল উদ্দেশ্য প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা হয়েছিল তা অর্জিত হয়নি, যা প্রকল্প নকশা প্রণয়নের দূর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত।

১২. নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেইজ লাইন সার্ভে করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রকল্প দলিলে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম চিহ্নিত করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া, প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তা পরিমাপের লক্ষ্যে বেইজলাইন ডাটার আলোকে ইন্ডিকেটর হিসাবে পরিমাণ বাচক লক্ষ্য প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, জলবায়ু তহবিল হতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উন্নয়ন হতে এর ভিন্নতা/পার্থক্য প্রকল্প দলিলে সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

৪টি ইস্যুর আওতায় পরিচালিত এই নিরীক্ষার অডিট অনুচ্ছেদসমূহ নিম্নরূপঃ

ইস্যু-০১: প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতা এবং বাস্তবায়নের কার্যকারিতা।

অনুচ্ছেদ-১: প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়ার কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি।

বিবরণ ঃ

১.১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থায়নে "খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পূনঃনির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প" ২০১২ খ্রিঃ থেকে ২০১৬ খ্রিঃ সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ এর আওতায় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ এর ধারা ৭(বি) অনুসারে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল হতে অর্থ পেতে হলে যে কোন প্রকল্পকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান, ২০০৯ এর অনুসরণে প্রণীত হতে হবে। উক্ত আইনের ৭(সি) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল হতে অর্থায়নকৃত প্রকল্প আবশ্যিকভাবে সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গাইড লাইন অনুসরণে বাস্তবায়িত হতে হবে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান, ২০০৯ এর মূলনীতি হচ্ছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল হতে অর্থায়নকৃত প্রকল্পকে অবশ্যই এর এক বা একাধিক থিমেটিক এরিয়ার আওতাভুক্ত হতে হবে।

১.২ প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান, ২০০৯ এর থিমেটিক এরিয়া ১: খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, এবং ৩: অবকাঠামো এর সাথে সম্পর্কিত।
থিমেটিক এরিয়া ১ এর অধীন যে ৯ টি কর্মসূচি রয়েছে তা নিম্নরূপঃ
১) জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির শস্য উদ্ভাবন সহায়ক গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন এবং তা প্রচার করা, ২) জলবায়ু সহনশীল চাষ পদ্ধতি ও উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন, ৩) খরা, লবণাক্ততা, দাবদাহ ও জলাবদ্ধতার বিরুদ্ধে অভিযোজন, ৪) মৎস্য খাতে অভিযোজন, ৫) প্রাণিসম্পদে অভিযোজন, ৬) স্বাস্থ্যখাতে অভিযোজন, ৭) জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন, ৮) পরিবেশগতভাবে সঙ্কটাপন্ন এলাকার জীবিকা সুরক্ষা এবং ৯) মহিলাসহ অরক্ষিত আর্থ সামাজিক গ্রুপের জীবিকা সুরক্ষা। এই ৯টি কর্মসূচির বিপরীতে বিভিন্ন কার্যক্রম (Actions) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপিতে উপরোক্ত কোন ৯টি কর্মসূচির মধ্যে কোনটি বা কোনগুলো বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি এবং সে কর্মসূচির বিপরীতে কোন কার্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা কিভাবে নিশ্চিত হবে সে বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা নেই। শুধুমাত্র ধরে নেয়া হয়েছে যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকার জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে। প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং নথিপত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে রূপসা উপজেলার অর্ন্তগত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় ১ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ব্যতীত অন্য কোন ধরনের কাজ সম্পাদন করা হয়নি।থিমেটিক এরিয়া ৩-এর অধীনে যে ৮টি কর্মসূচি রয়েছে তা হলো:
১) বিদ্যমান বন্যা বেড়ি বাঁধ মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ২) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ৩) বিদ্যমান উপকূলীয় পোল্ডার মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ৪) শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৫) বন্যার অভিযোজন, ৬) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সাথে অভিযোজন, ৭) নদীশাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ, ৮) ড্রেজিং এবং পলি সরানোর মাধ্যমে নদী ও খালের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এই ৮টি কর্মসূচির বিপরীতে বিভিন্ন কার্যক্রম (Actions) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রকল্পটির দ্বারা থিমেটিক এরিয়া ৩ এর অধীন কোন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে ডিপিপিতে তার উল্লেখ নেই।

১.৩ প্রকল্পের ডিপিপিতে বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান উপকূলীয় পোল্ডার মেরামত ও বাঁধ পুন:নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি লবণাক্ততা হ্রাস ও সামাজিক সুরক্ষা করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় পূর্বে কোন বাঁধ বা পোল্ডার বিদ্যমান ছিল না। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রদত্ত জিজ্ঞাসাপত্রের জবাবের মাধ্যমে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়। তবে প্রকল্প এলাকায় ১কি.মি. নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ফলে নদীভাঙ্গন রোধ হয়েছে যা টি-৩ পি-৭ নদীশাসন কাজের পরিকল্পনা, নকশা–এর সাথে মিল রয়েছে।

১.৪ প্রকল্প দলিলে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জলবায়ুর ঝুঁকি যাচাই, বেইজলাইন সার্ভে এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত কার্যক্রম নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। এছাড়া প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধাসমূহ প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্প শেষে যে এলাকার জনগণ প্রাপ্ত হবেন সে এলাকা নির্ধারণ, নির্ধারিত এলাকার বিদ্যমান জলবায়ু সংক্রান্ত অবস্থা নির্ণয়, কাঙ্খিত উপকারভোগী নির্ধারণ এবং কাঙ্ক্ষিত উপকারভোগীদের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাব্যতা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু নিরীক্ষাকালে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কোন কার্যক্রম প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা বা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

১.৫ নিরীক্ষাকালে আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জিত গুণগত এবং পরিমাণগত ফলাফল ও প্রভাব পরিমাপ করার লক্ষ্যে প্রকল্পে কোন পরিমাপ জ্ঞাপন মানদন্ড ছিলনা। অপরদিকে, যেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহের বিপরীতে বিস্তারিত কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করা হয়নি সেহেতু প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এবং প্রভাব অর্জিত হলো কিনা এবং জনগণ প্রত্যাশিত সুবিধা লাভ করলো কিনা তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

১.৬ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আমাদের জাতীয় কৌশল, নীতি এবং কর্ম-পরিকল্পনা সমূহের মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার অভিযোজন ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ। প্রকল্প দলিলেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার অভিযোজন ক্ষমতা নিশ্চিত করবে। কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ প্রকল্প এলাকাকে নদীভাঙ্গনের হাত হতে সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে সক্ষম হলেও কৃষি, ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোন অভিযোজনমূলক কর্মকাণ্ড এতে ছিলনা। তাছাড়া, নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রকৌশলগত নকশা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কারণ প্রকল্প এলাকাকে জলাবদ্ধতার হাত হতে রক্ষার জন্য এতে যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অধিকন্তু, প্রকল্প এলাকাকে নদীর সাথে সংযোগকারী খালসমূহের মাধ্যমে নদী হতে লবণাক্ত পানি এসে এলাকাকে প্লাবিত করার হাত হতে রক্ষার লক্ষ্যে খালসমূহের পানি প্রবাহে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন স্লুইস গেইট স্থাপন করা হয়নি। অন্যদিকে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায়, নদীতীরের উচ্চতা বৃদ্ধি না করার কারণে বর্ষা মৌসুমে অনেক স্থানে নদীরতীর উপচে লবনাক্ত পানি প্রকল্প এলাকাকে প্লাবিত করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধ করার যে উদ্দেশ্য প্রকল্প দলিলে বর্ণিত হয়েছে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

১.৭ নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে প্রকল্প দলিলে কোন কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়নি এবং এতদউদ্দেশ্যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নও করা হয়নি। প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত একমাত্র কার্যক্রম হচ্ছে প্রকল্প এলাকাকে নদীতীর ভাঙন হতে রক্ষা করা, অর্থাৎ প্রকল্প এলাকার জনগণকে বাস্তুচ্যুত হবার হাত হতে রক্ষার পাশাপাশি এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যকে সুরক্ষা প্রদান করা। এক্ষেত্রে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় কোন প্রকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নেই। উল্লেখ্য, নিরীক্ষা কর্তৃক উপকারভোগীদের মধ্যে পরিচালিত সাক্ষাৎকার এবং মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ে প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায় যে, নদীতীর সুরক্ষা কাজের সাথে সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থানের আয় সৃষ্টির কোন প্রত্যক্ষ এবং দৃশ্যমান সম্পর্ক নেই।

উপকারভোগীদের উপর পরিচালিত সাক্ষাৎকার এবং উপজেলার অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প কিংবা অন্য কোন সংস্থার তরফ থেকে কোন প্রকার কার্যক্রম গৃহিত হয়নি। প্রকল্প দলিলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারিত হলেও উপকারভোগীদের উপর পরিচালিত সাক্ষাৎকার হতে দেখা যায়, এলাকার জনগণের পারিবারিক আয়ের তেমন কোন লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটেনি। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকায় কিছু কৃষি কাজ বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশ মানুষ খুলনা শহরস্থ কলকারখানায় কাজ করতো এবং অন্যান্যরা দিন মজুরের কাজ করতো। প্রকল্প বাস্তবায়নের পরেও এই অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প এলাকা নদীভাঙন হতে সুরক্ষিত হবার কারণে প্রকল্প এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি জমি বসতবাড়িতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে এই এলাকার কৃষি কাজ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে।

ফলে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থায়নে খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীতীর সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলেও প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত অন্যান্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

প্রকল্প এলাকায় নদীভাঙেনর ফলে রামনগর-রহিমনগর গ্রামের বহু বাড়ি-ঘর, মসজিদ, দোকানপাট, রাস্তাঘাটসহ অনেক মূল্যবান সম্পদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এলাকার জনসাধারণের বাড়িঘর নদী গর্ভে বিলীন হতে থাকলে তারা অন্যত্র চলে যেতে থাকে। নদীভাঙন থেকে উক্ত এলাকার মানুষের জানমাল, বাড়িঘর এবং বহু মূল্যবান সম্পদ রক্ষার্থে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির মূল কাজ ছিল নদীতীর প্রতিরক্ষা। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী মূল কাজ বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বর্ণিত স্থানের নদীভাঙ্গন রোধ হওয়ায় এলাকার জনসাধারণের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং বহু মূল্যবান সম্পদ রক্ষা পেয়েছে। উক্ত কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকায় বসবাসকারী জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ জবাবে উল্লিখিত বিষয়ে একই মতামত প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

প্রকল্পের মাধ্যমে নদীতীর সংরক্ষণ ও নদীভাঙন রোধ সম্ভব হলেও প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত অন্যান্য উদ্দেশ্য যেমন: এলাকাকে লবণাক্ততার হাত হতে রক্ষা করা, কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাবে নিরীক্ষায় বর্ণিত সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও এর সাথে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন-

১. প্রকল্প প্রণয়নের বেইজ লাইন সার্ভে করে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তা বিবেচনায় নিয়ে এবং জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন করে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি (activity) নির্ধারণ।

২. বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান, ২০০৯ এর থিমেটিক এরিয়া, কার্যক্রম (programme) এবং কর্মসমূহের (actions) যথাযথ অনুসরণ।

৩. প্রকল্পের প্রতিটি উদ্দেশ্যের বিপরীতে বিস্তারিত কর্মসূচি (activity) নির্ধারণ।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বারা জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কী ধরনের ফলাফল অর্জিত হলো তা মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে পরিমাণ জ্ঞাপক মানদণ্ড নির্ধারণ।

অনুচ্ছেদ-২: প্রকল্পের অর্থ ব্যবস্থাপনা দক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক ছিল না।

বিবরণঃ

২.১ প্রকল্প দলিল অনুযায়ী ০১ (এক) কি.মি. তীর সংরক্ষণ কাজের মধ্যে ০.৭৬ কি.মি. কাজ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে এবং অবশিষ্ট ০.২৪ কি.মি. কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের আওতায় সম্পাদিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর দ্বৈতনিয়ন্ত্রণ ছিল।

২.২ যদিও প্রকল্প ব্যয়ের একটি অংশ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ বাজেট হতে বরাদ্দ করা হয়েছিল কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থ ছাড়করণের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। এটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণে প্রাপ্ত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রাপ্ত সামগ্রিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট হতে বিভিন্ন কস্ট সেন্টারে অগ্রাধিকার অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করে। নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে অর্থ না পাওয়ায় ২৫-০৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষা সময় পর্যন্ত ঠিকাদারের অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রেখে অর্থ ছাড় করা হলে প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। অনেক সময় অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হলে ঠিকাদার কর্তৃক কাজ বাস্তবায়নের ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। তবে এ প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক অর্থ ছাড় না হলেও যথাযথ তদারকির কারণে কাজসমূহ প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার অর্থের সংস্থানের সক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ জবাবে একই মতামত প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

যেহেতু বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য পৃথক বরাদ্দ থাকে না সেহেতু এ ধরনের অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রকল্পের অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম নয়। ফলে তা দক্ষ ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক নয়। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সমর্থনে প্রকল্প কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জলবায়ু বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন-

১. পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের আওতায় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে বাজেট পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন পর্যায়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

২. যথাসময়ে অর্থছাড় নিশ্চিতকরণ।

৩. প্রকল্পের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সর্বশেষ সময়কালের মধ্যে যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ ।

ইস্যু :০২-নদীভাঙন রোধ, লবণাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধকরণ, পোল্ডার সিস্টেম এবং বাঁধ পুন:নির্মাণ কার্যক্রম।

অনুচ্ছেদ-৩: প্রকল্প এলাকায় লবণ পানির অনুপ্রবেশ বন্ধের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি।

বিবরণ :

৩.১. ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, বাঁধ পুন:নির্মাণ ও পোল্ডার ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে লবণ পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করে প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করা। প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং সুবিধাভোগীদের প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় পূর্বে কোন বাঁধ অথবা পোল্ডার সিস্টেম বিদ্যমান ছিল না। ফলে প্রকল্প দলিলের বর্ণনার সাথে বাস্তব অবস্থার কোন মিল পাওয়া যায় না।

৩.২. প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং এলাকার লোকজনের সাথে আলোচনায় দেখা যায় নদীরতীরের উচ্চতা বৃদ্ধি না করেই তীর সংরক্ষণের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে কিছু কিছু এলাকার নদীরতীর প্লাবিত হয়ে লবণাক্ত পানি প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ করে। নদীরতীরের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হলে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হত। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী ৫২ জন সুবিধাভোগীর ওপর পরিচালিত লিখিত জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ৯২% উত্তরদাতার মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরেও লবণাক্ত পানি এলাকায় প্রবেশ করছে।

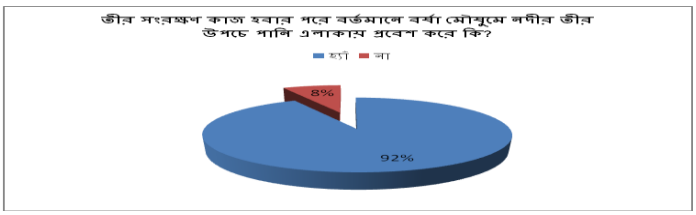

নদীরতীর উপচে লবণাক্ত পানি প্রবেশ সম্পর্কিত মতামত।

৩.৩. মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, খালগুলোতে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্লুইসগেট নির্মাণ কিংবা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব হতো। কিন্তু প্রকল্প প্রণয়নে এ বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

খাল দিয়ে পানি প্রবেশের চিত্র।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্পের সকল কাজ অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার দু'টি প্রাকৃতিক খাল বিদ্যমান ছিল। খাল দু'টি বন্ধ করা হলে প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে এ বিবেচনায় নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজের ডিজাইনে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাল দু'টিকে বন্ধ না করে ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। সেই অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। বর্ষা মৌসুমে উচ্চ জোয়ারের সময় খাল দু'টি দিয়ে কিছু পানি প্রকল্প সংলগ্ন নিচু এলাকায় প্রবেশ করে এবং ভাটার সময় পানি বের হয়ে যায়। তাছাড়া নদীরতীর উপচে প্রকল্প এলাকায় পানি প্রবেশ করে না। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীভাঙন রোধসহ প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্লুইস গেট ও বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিলে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ জবাবে একই মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে তবে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

নিরীক্ষা জবাবে প্রকল্প এলাকায় খাল দিয়ে পানি প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। নদীতীরের উচ্চতা বৃদ্ধি করে সংরক্ষণ কাজ করা হলে এবং যথাযথ নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে বর্ষাকালে ও উচ্চ জোয়ারের সময় নদীতীর উপচে প্রকল্প এলাকা প্লাবিত হওয়া কিংবা খালের সাহায্যে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হতো। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাবের সমর্থনে জনসাধারণের জীবনমান বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যবহুল কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

ডিপিপির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে খাল দু'টিতে স্লুইস গেট নির্মাণ এবং নদী তীরের উচ্চতা বৃদ্ধি করে নদীর পাড় উপচে প্রকল্প এলাকায় লবনাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধ করা প্রয়োজন।

ইস্যু-০৩: প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ।

অনুচ্ছেদ ৪: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন হয়নি।

বিবরণ :

৪.১. প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল উপকূলীয় বাঁধ ও পোল্ডার ব্যবস্থাকে মেরামত করতঃ পোল্ডার ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে বিদ্যমান কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। নিরীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদীভাঙন রোধ হলেও নদীতীরের উচ্চতা বৃদ্ধি না করা এবং প্রাকৃতিক খাল দিয়ে এলাকার নদীর পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করায় প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

৪.২. উপজেলা কৃষি অফিস, রূপসা, খুলনা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রামনগর-রহিমনগর এলাকায় মোট ভূমির পরিমাণ ১২৯ হেক্টর, যার মধ্যে বসতবাড়ি, রাস্তা-ঘাট এবং বিভিন্ন স্থাপনা থাকলেও কোন কৃষি জমি নেই। বিস্তারিত নিচের ছকে প্রদর্শন করা হলো :

সন	কৃষি জমির পরিমাণ	উৎপাদন	মন্তব্য
২০১২	নেই	নেই	রামনগর-রহিমনগর এলাকায় ১২৯ হেক্টর জমি আছে, কিন্তু কোন ফসলী জমি নেই। উল্লিখিত এলাকায় বসতবাড়ি, রাস্তা-ঘাট এবং বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে।
২০১৬	নেই	নেই	

উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী যেহেতু প্রকল্প এলাকায় কোন কৃষি জমি ছিল না সেহেতু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সুযোগও ছিল না। কাজেই প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করতে নদীতীর সংরক্ষণ কার্যত কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্প এলাকাটি জনবহুল। এখানে কৃষি জমির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। প্রকল্প এলাকাটি খুলনা মহানগরের অতি নিকটে হওয়ার কারণে শ্রমজীবী মানুষের বসবাস বেশি। অধিকাংশ মানুষই খুলনা শহরে কাজ করে এবং বসবাস করে প্রকল্প এলাকায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদীভাঙন থেকে প্রকল্প এলাকার কৃষি জমি, ঘরবাড়ি, অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষা পেয়েছে। ফলে নদীভাঙন রোধ ও লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন হওয়াসহ জমির মূল্য অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ জবাবে একই মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে তবে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

কোনরূপ ভিত্তি জরিপ ছাড়াই কৃষি কাজ নির্বিঘ্ন হবে ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং এ লক্ষ্য অর্জনে কোনরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করায় এক্ষেত্রে কোন প্রকার সুফল পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাবের সমর্থনে প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

ভিত্তি জরিপ বা প্রাক সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে তা বাস্তব সম্মত এবং অর্জন যোগ্য হয়।

অনুচ্ছেদ-৫: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিবরণ:

৫.১. প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। প্রকল্প দলিলের বর্ণনামতে নিম্নলিখিত সূচকের দ্বারা বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে:

- কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে দারিদ্র্য লাঘব হবে।
- চাষাবাদের সুযোগসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- ব্যবসা বাণিজ্য নির্বিঘ্ন হবে
- নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৫.২. নিরীক্ষায় দেখা যায়, বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে কোন ধরনের কার্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়নি কিংবা বাস্তবায়নও করা হয়নি। মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্বারা এলাকার চাকরি, ব্যবসা, কৃষি এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। তবে নদীভাঙন রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় ঘরবাড়ি রক্ষা হয়েছে এবং বসবাসযোগ্য জমির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙ্গন রোধ হওয়ায় ঘরবাড়ি, অবকাঠামো, কৃষি জমি রক্ষা পেয়েছে। মানুষের ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো রক্ষা পাওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশুদের শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি জমি রক্ষা পাওয়ায় চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া নদীভাঙন থেকে প্রকল্প এলাকা রক্ষা পাওয়ায় ছোট ছোট শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এতে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু তাদের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা শিশুর পুষ্টিকর খাবার দিতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় অনেক নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবেই নিশ্চিত হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা। মন্ত্রণালয় সর্বশেষ জবাবে একই মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে তবে এর স্বপক্ষে কোন প্রমানক উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

নদীভাঙন রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় ঘরবাড়ি রক্ষা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তার নির্দেশকগুলো অর্জিত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

ভিত্তি জরিপ বা প্রাক সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে তা বাস্তবসম্মত এবং অর্জনযোগ্য হয়।

অনুচ্ছেদ ৬: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি :

বিবরণঃ

৬.১. প্রকল্প দলিলে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে চাষাবাদের সুযোগসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সুবিধাভোগীদের কর্মসংস্থানের অবস্থা সম্পর্কে কোন বেইজ লাইন জরিপ করা হয়নি। ফলে বেকার পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে কোন তথ্য নেই। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কেও কোন তথ্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সে ধরনের কোন কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় কোন চাষযোগ্য জমি কিংবা কলকারখানা নেই। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোন সুযোগও নেই। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে কিছু লোকের সাময়িক কর্মসংস্থান হলেও জলবায়ু ক্ষতি মোকাবেলা সম্পর্কিত টেকসই কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।

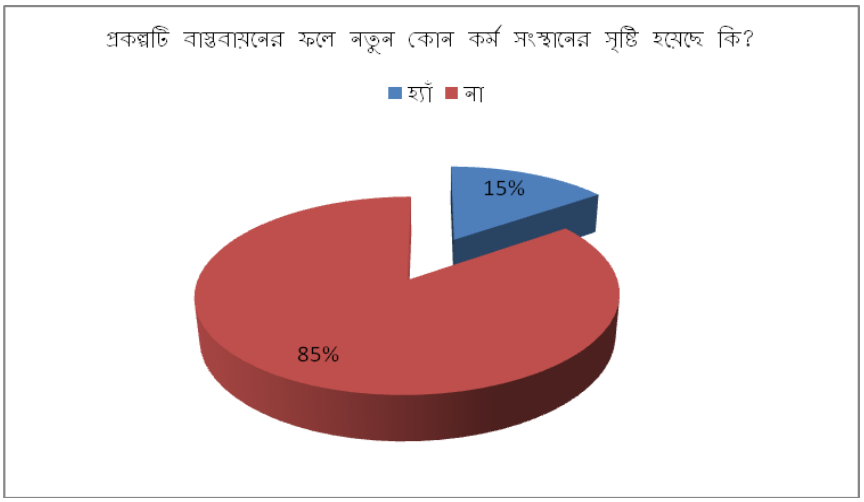

প্রকল্প এলাকার কর্মসংস্থান সম্পর্কিত মতামত

৬.২ সরেজমিনে যাচাই ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে পরিচালিত সাক্ষাৎকারের ফলাফল পর্যালোচনা এবং সুবিধাভোগীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, অধিকাংশ লোকের পেশা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে যা ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের পরেও একই রয়েছে। নিরীক্ষায় ৫২ জনের উপর পরিচালিত জরিপের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৮৫% উত্তরদাতার মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়নি। নিরীক্ষার জরিপ অনুযায়ী প্রকল্প শুরুর পূর্বে শ্রমিকের সংখ্যা ৩৭.৭৪%, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ২৪.৫৩%, চাকরিজীবী ২২.৬৪% এবং ১৫.০৯% অন্যান্য পেশাজীবী ছিল। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর শ্রমজীবী সংখ্যা ৩৯.৬২%, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ২৪.৫৩%, চাকরিজীবী ১৮.৮৭% এবং বাকি ১৬.৯৮% অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত। ফলে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বারা এলাকায় মানুষের পেশার উন্নতি হয়নি বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবস্থার অবনতি ঘটেছে। কাজেই বলা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বারা জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বেও প্রকল্প সমাপ্তির পরে কোন বেইজ লাইন সার্ভে করা হয়নি। তবে প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বর্ণিত এলাকার নদীভাঙন রোধ হয়েছে। নদীভাঙন রোধ হওয়ায় ঘরবাড়ি, অবকাঠামোসহ কৃষি জমি রক্ষা পেয়েছে। কৃষি জমি রক্ষা পাওয়ায় চাষাবাদের সুযোগসহ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ছোট ছোট শিল্প কারখানা গড়ে উঠায় সেখানে নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বেইজ লাইন সার্ভে না করায় প্রকৃত কর্মসংস্থান সৃষ্টির তথ্য পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বেইজ লাইন সার্ভে করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাব একই মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে তবে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

সমীক্ষা ব্যতিরেকে জীবন যাত্রার মানউন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। নিরীক্ষায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল মোতাবেক অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ জবাবের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

সুপারিশঃ

১. প্রকল্প এলাকার নির্ধারিত জনসাধারণের কর্মসংস্থান সম্পর্কে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে বাস্তব সম্মত ও অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রমের মধ্যে যৌক্তিক ও পরিমাপযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল।

২. প্রকল্প এলাকার নির্ধারিত জনসাধারণের আয়সীমা, জীবনযাত্রার মান এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে করা প্রয়োজন ছিল।

ইস্যু-০৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

অনুচ্ছেদ-৭: ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র দলিলাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিবরণঃ

ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র দলিলাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কস্ট ইফেকটিভ ক্রয় নিশ্চিত করার প্রধান শর্ত হলো ক্রয় প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হওয়া। প্রকল্পের ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে প্রদত্ত এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের নথিতে প্যাকেজ নং-১ (Package-1/Lot-2/KHU2-01/12-13) এর শুধুমাত্র ৬,০০,৬৫,৩০৩.৫০ টাকার কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার মেসার্স কে এইচ মাইনুল ইসলাম এর রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে। এই প্যাকেজের রেসপনসিভ অন্য ৫ জন ঠিকাদারের প্রয়োজনীয় দলিলপত্র নিরীক্ষাকালীন বারবার চাওয়া সত্ত্বেও উপস্থাপন করা হয়নি। টেন্ডার উন্মুক্তকরণ কমিটির প্রস্তুতকৃত ওপেনিং শিটের বর্ণনানুযায়ী ঠিকাদার মেসার্স এএস কন্সট্রাকশনের উদ্ধৃত মূল্য ৫,৭০,৬৭,১৭৩.২০ টাকায় সর্বনিম্ন দরদাতা এবং কে এইচ মাইনুল ইসলাম এর উদ্ধৃত দর ৫,৭৮,০৩,৭২০.১০ টাকায় তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা (পরিশিষ্ট-২)। পরবর্তীতে Computational error দেখিয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদনে এ এস কন্সট্রাকশন এর সংশোধিত দর ৬,২৩,৬৭,১৭৩/২০ এবং কে এইচ মইনুল ইসলাম এর সংশোধিত দর ৬,০০,৬৫,৩০৩.৫০ টাকা দেখিয়ে ঠিকাদার কে এইচ মাইনুল ইসলামকে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩)। এক্ষেত্রে আইটেম অনুযায়ী মূল্য সংশোধনের সপক্ষে এ এস কন্সট্রাকশন এর বিস্তারিত টেন্ডার ডকুমেন্ট নথিতে না পাওয়ায় Computational error প্রদর্শন করে কে এইচ মাইনুল ইসলামকে সর্বনিম্ন দরদাতা নিরূপন করা সঠিক হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে কে এইচ মাইনুল ইসলামের উদ্বৃত দর এবং Computational error দেখিয়ে পরবর্তী প্রদর্শিত উদ্বৃত দরের পার্থক্য (৬,০০,৬৫,৩০৩.৫০-৫,৭৮,০৩,৭২০.১০) = ২২,৬১,৫৮৩.৪০ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য সমগ্র টেন্ডার কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণপূর্বক দরপত্র আহ্বান, গ্রহণ, দরপত্র মূল্যায়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক সর্বনিম্নদর দাখিল ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। অডিট চলাকালীন সময় চাহিদা মোতাবেক দরপত্র ওপেনিং কমিটির রিপোর্ট, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট, সর্বনিম্ন দর দাতার দলিলপত্রসহ সকল রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু ইতঃপূর্বে পূর্ত অডিট চলাকালীন সময় দরপত্র দাখিলকারী সকল ঠিকাদারের দলিল পত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং অডিট শেষ হওয়ায় শুধুমাত্র সর্বনিম্ন দরদাতার দলিল পত্র সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট দলিলপত্র গোডাউনে রাখা হয়। ফলে নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারসহ দরপত্র দাখিলকারী সকল ঠিকাদারের দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হবে। পিপিআর ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণ করে কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাবে পুনরায় একই মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে তবে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

গাণিতিক শুদ্ধিকরণ এর মাধ্যমে ৩য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করায় সংশ্লিষ্ট সকল রেসপনসিভ ঠিকাদারের দলিলপত্রাদি যাচাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু নিরীক্ষায় যাবতীয় কাগজপত্র উপস্থাপন না করায় ঠিকাদার নির্বাচনের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাবের সাথে ক্রয় প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

ক্রয়প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংরক্ষণ না করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১১.১০.২০২০
(কাজী ফাহমিদা হক)
মহাপরিচালক
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা

দ্বিতীয় খন্ড

পরিশিষ্টসমূহ

নিরীক্ষার ইস্যু, নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ও নিরীক্ষা ক্রাইটেরিয়াঃ

ইস্যু-০১ : প্রকল্প প্রনয়ণের জলবায়ু সংবেদনশীলতা এবং বাস্তবায়নের কার্যকারিতা।

অডিট উদ্দেশ্য ১ : প্রকল্প নকশা জলবায়ু সংবেদনশীল ছিল কিনা ?

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. প্রকল্পটি জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ণের ভিত্তিতে ডিজাইন করা হয়েছিল।

২. প্রকল্পের **deliverables** এবং লক্ষ্যগুলো বেসলাইনের জরিপের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রাকে বিভিন্ন কার্যক্রম সূচকে বিভক্ত করা হয়েছে।

৪. পরিমাণগত এবং গুণগত আউটপুট এবং ফলাফল পরিমাপ করতে ফলাফল সূচকগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

৫.প্রকল্পের কার্যক্রম এবং প্রোগ্রামগুলি বিসিসিএসএপি ২০০৯ এর থিমেটিক এরিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

৬. অভিযোজন অর্থে প্রকল্প নকশা জলবায়ু সংবেদনশীল।

৭.প্রকল্পটি সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপযোগ্য ।

অডিট উদ্দেশ্য-২: কেনাকাটার, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল কিনা।

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সক্রিয় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় ছিল ।

২. নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। যেমন; মন্ত্রণালয় / বাপাউবো / CCTF।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উচ্চ কর্তৃপক্ষ দ্বারা কার্যকরী পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন: মন্ত্রণালয় / বিডব্লিউডিবি / আইএমইডি / সিই খুলনা / পিডি।

৪. সিসিটি / মন্ত্রণালয় / বিডব্লিউডিবি / সিই খুলনা / পিডি দ্বারা নিয়মিতভাবে প্রকল্প অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৫. ফলাফল সূচকগুলো পরিমাণগত এবং গুণগত আউটপুট এবং আউটকাম পরিমাপে ব্যবহৃত হয়েছে।

অডিট উদ্দেশ্য-৩: অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে কিনা তা নির্ধারণ করা।

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিসিটিএফ এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে যথাসময়ে তহবিল ছাড়ের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

২. সিসিটিএফ এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় যথাসময়ে তাদের নিজ নিজ অংশের তহবিল ছাড় করেছে ।

৩. ঠিকাদার এর দাবি সময়মত পরিশোধ করা হয়েছে।

ইস্যু-০২ : নদীভাঙন রোধ, লবণাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধকরণ, পোল্ডার ব্যবস্থা এবং বাঁধ পুন:নির্মাণ কার্যক্রম।

অডিট উদ্দেশ্য-১ : নদীতীর সুরক্ষা কাজ প্রকল্প নকশা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কি না।

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. কিলোমিটার নদী ব্যাংক সুরক্ষা কাজ ড্রইং, নকশা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। কংক্রিট সিমেন্ট (সিসি) ব্লক এবং জিও-টেক্সটাইল ব্যাগ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. কংক্রিট সিমেন্ট (সিসি) ব্লক এবং জিও-টেক্সটাইল ব্যাগ ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন এবং সরকারি নির্দেশাবলী অনুসরণ করে স্থাপন করা হয়েছে।

৩. কংক্রিট সিমেন্ট (সিসি) ব্লক উপকরণগুলোর পরীক্ষা মনোনীত পরীক্ষাগার থেকে সম্পন্ন করা হয়েছে ।

৪. অডিট উদ্দেশ্য ২: প্রকল্পের এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাঁধের মেরামতের সাথে পোল্ডার সিস্টেম পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে কিনা।

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. প্রকল্প এলাকায় পোল্ডার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

২. পোল্ডার ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নদীর বাঁধ মেরামত করা হয়েছে।

৩. প্রকল্প এলাকা লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত হয়েছে।

৪. জলাবদ্ধতা রোধে সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইস্যু-০৩ : প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান।

অডিট উদ্দেশ্য-১ :বন্যা এবং লবণাক্ত পানি কৃষি কাজে ক্ষতি সাধন করছে কিনা।

অডিট ক্রাইটেরিয়া:

১. প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে প্রকল্প এলাকা বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

২. প্রকল্প এলাকা লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ এবং জলাবদ্ধতা থেকে সুরক্ষিত হয়েছে।

৩. এলাকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিট উদ্দেশ্য-২ : প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা।

অডিট ক্রাইটেরিয়া:

১. প্রকল্প কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

২. পরিবারগুলো তাদের বাসস্থান, চাষযোগ্য জমি এবং ব্যবসা হারানো থেকে সুরক্ষিত হয়েছে।

৩. নদীতীর সুরক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিট উদ্দেশ্য-৩ : প্রকল্পের অধীনে জলবায়ুর সংবেদনশীল টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা।

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. টার্গেট এলাকা, সুবিধাভোগী, কর্মসংস্থানের প্রয়োজন এবং সুযোগ নির্ধারণের জন্য বেইজ লাইনের সার্ভে করা হয়েছিল।

২. ফসল চাষ এবং ব্যবসা কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

৪. কৃষি এবং ব্যবসা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অভিযোজন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

অডিট উদ্দেশ্য-৪ : প্রকল্প বাস্তবায়নে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা।

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. সুবিধাভোগীদের আয়ের স্তর নির্ধারণে বেইজ লাইনের জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

২. প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পর সুবিধাভোগীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর জনসাধারণ আগের তুলনায় বেশি ব্যয় করতে পারে।

ইস্যু-০৪ : প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ক্রয়প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

অডিট উদ্দেশ্য-১: বাঁধ পুনঃনির্মাণ এবং নদীতীর সুরক্ষা কাজ মিতব্যয়িতার সাথে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিট ক্রাইটেরিয়া :

১. ক্রয় প্রক্রিয়া পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী খোলা টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়েছে।

২. পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী চুক্তিগুলো সর্বনিম্ন রেসপনসিভ দরদাতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩. প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।

৪. নির্মাণ সামগ্রী মনোনীত পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

৫. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২
অনুচ্ছেদ-৭

দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির তথ্য

প্যাকেজ নং: 1/Lot-2/KHU2-01/12-13

ক্রমিক নং	দরদাতার পরিচিতি			প্রস্তাবিত দরপত্র মূল্য	মন্তব্য
	নাম	রেজিঃ নং	ঠিকানা		
০১.	এএইচ- এবি কন্সট্রাকশন (জেভি)	50/RAJ & A-66/BWDB	সস্তি তলা, ঘোড়ামারা, রাজশাহী	৬,৬৯,১০,৯৯১/-	-
০২.	মেসার্স হায়দার কন্সট্রাকশন	SPL-109/BWDB	সাব্বির টাওয়ার (৬ষ্ঠতলা), ৩/৪-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা	৫,৭৫,০০,০০০/-	২য়
০৩.	মেসার্স কে এইচ মইনুল ইসলাম	41/RAJ	রইস হাউজ, হোসাইনগঞ্জ, রাজশাহী	৫,৭৮,০৩,৭২০/১০	৩য়
০৪.	মেসার্স আমিন এন্ড কোং	KD-2/240 (12-13)	১৮, গগন বাবুরোড, ২য়লেন, খুলনা	৬,০১,৪৫,৪২২/২৫	-
০৫.	মেসার্স এ. এস কন্সট্রাকশন	77/RAJ/2010-11	বি-৭৯৯, কাদিরগাঁও, বোয়ালিয়া, রাজশাহী	৫,৭০,৬৭,১৭৩/২০	১ম
০৬.	মেসার্স কামরুল এন্টারপ্রাইজ	A-3049/BWDB	৩৭, দক্ষিণ টুটপাড়া ক্রস রোড, খুলনা	৬,০৮,৮১,৫২২/-	-

পরিশিষ্ট-৩
অনুচ্ছেদ-৭

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির তথ্য
প্যাকেজ নং: 1/Lot-2/KHU2-01/12-13

ক্রঃ নং	নাম	প্রস্তাবিত দরপত্র মূল্য	সংশোধনী		সংশোধিত দরপত্র মূল্য	ছাড়	সংশোধিত/ছাড়কৃত দরপত্র মূল্য
			গণনায় ত্রুটি	শর্তাধীন মোট			
০১.	এএইচ- এবি কন্সট্রাকশন (জেভি)	৬,৬৯,১০,৯৯১/-	৫,৫১,৮৯৪/২০	-	৬,৭৪,৬২,৮৮৫/২০	-	৬,৭৪,৬২,৮৮৫/২০ (৬ষ্ঠ)
০২.	মেসার্স হায়দার কন্সট্রাকশন	৫,৭৫,০০,০০০/-	৫৯,১৫,৬৮৮/২৭	-	৬,৩৪,১৫,৬৮৮/২৭	-	৬,৩৪,১৫,৬৮৮/২৭ (৪র্থ)
০৩.	মেসার্স কেএইচ মইনুল ইসলাম	**৫,৭৮,০৩,৭২০/১০**	**২২,৬১,৫৮৩/৪০**	-	**৬,০০,৬৫,৩০৩/৫০**	-	**৬,০০,৬৫,৩০৩/৫০** (১ম)
০৪.	মেসার্স আমিন এন্ড কোং	৬,০১,৪৫,৪২২/২৫	-৩,৬৬১/৬৫	-	৬,০১,৪১,৭৬০/৬০	-	৬,০১,৪১,৭৬০/৬০ (২য়)
০৫.	মেসার্স এ. এসকন্সট্রাকশন	৫,৭০,৬৭,১৭৩/২০	৫৩,০০,০০০/-	-	৬,২৩,৬৭,১৭৩/২০	-	৬,২৩,৬৭,১৭৩/২০ (৩য়)
০৬.	মেসার্স কামরুল এন্টারপ্রাইজ	৬,০৮,৮১,৫২২/-	৩৭,৩৭,৮৪৩/-	-	৬,৪৬,১৯,৩৬৫/-	-	৬,৪৬,১৯,৩৬৫/- (৫ম)

কৃষি এবং পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প এর উপর ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিট রির্পোট এর-

প্রমাণক

(শুধু জিজ্ঞাসাপত্রসমূহ

প্রমাণক এর সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	**প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসাপত্র**	৪৯-৬০
০২	**এফজিডি কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসাপত্র**	৬১-৬৪
০৩	**সুবিধাভোগীদের জিজ্ঞাসা**	৬৫-৬৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
৭১, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অন্যতম। সরকার জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের এই অর্থ ব্যয় করে থাকে। খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পটি ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক গৃহীত একটি প্রকল্প, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলা করত Bangladesh Claimate Change Strategy and Action Plan 2009 এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদানের জন্য অনুরাধ করা যাচ্ছে।

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিটের জিজ্ঞাসাপত্র (প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের জন্য)।

নাম: মো: বজলুর রশীদ

পদবী: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক।

অফিসের নাম: খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।

১। প্রকল্পটি ক্লাইমেট সেনসিটিভ কি না?

উত্তর: √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাকরণ-

উত্তরঃ প্রকল্পটি উপকূলীয় জেলা খুলনার অন্তর্গত রূপসা উপজেলাধীন রামনগর-রহিমনগর এলাকায় অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রকল্প এলাকায় আঠারবাঁকী নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে এবং বাম তীরে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। নদীর গভীরতম স্থান নদীর বাম তীর বরাবর এগিয়ে আসছে। নদীভাঙনের ফলে বিলীন হয়েছে বর্ণিত এলাকার মূল্যবান জমি, ঘরবাড়ি, মসজিদ, অগণিত গাছপালা ও অন্যান্য অবকাঠামো। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল প্রকল্প এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকা নদীভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং বিপুল জনগোষ্ঠি ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে।

২। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই/বেইজ লাইন সার্ভে করা হয়েছে কি?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৩। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এলাকায় জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং ক্ষতির পরিমান মূল্যায়ণ করা হয়েছে কি?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৪। প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই/বেইজ লাইন সার্ভে এবং জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি পর্যালোচনা করে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৫। উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উদ্দেশ্যের বিপরীতে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডের উল্লেখ্য করা হয়েছে কিনা?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মকর্তাগণের বিপরীতে ফলাফল পরিমাপ করার জন্য সুনিদিষ্ট জ্ঞাপক নির্দেশক করা হয়েছে কিনা ?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৭। প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ BCCSAP 2009 এর থিমেটিক এরিয়া এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

৮। অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে কী ধরণের কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

উত্তরঃ অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯। অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে কী ধরনের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উত্তরঃ অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০। প্রকল্পটির জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় কোন পরিমাণ জ্ঞাপক লক্ষণীয় অবদান রাখছে কী?

উত্তরঃ √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১১। প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কি ধরণের মনিটরিং ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উত্তরঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় ও বাস্তবায়নের পর নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	পরিদর্শনকারী কর্মকতার নাম	পদবী	তারিখ
১॥	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	০৪.০২.২০১৭
	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-১),বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	
২॥	জনাব মির্জা তারিক হিকমত	উপ-সচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৯.১১.২০১৫
৩॥	জনাবা শাকিলা ইয়াছমিন	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	০৬.১২.২০১৪
	জনাবা রাফিকা সুলতানা	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	
৪॥	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম	সচিব, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	১৭.০৫.২০১৪
	জনাব আহম্মদ শাহ	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ),বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	
	জনাব আমানউল্লাহ	নির্বাহী প্রকৌশলী, চীফ প্লানিং এর দপ্তর, বাপাউবো	
	জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন খান	প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
	জনাব মোঃ এজাজ মোর্শেদ খান	নির্বাহী প্রকৌশলী,এলজিইডি, ঢাকা	
৫॥	জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াশ হোসেন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা	৩১.০১.২০১৪
	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম	সচিব, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	১৫.১.২০১৩
৬॥	জনাবা শাকিলা ইয়াছমিন	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	

১২। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে এবং নিয়মিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (Ministry/BWDDB/CCT) নিকট প্রেরণ করা হয় কি?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ(Ministry/BWDDB/CCT) কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি পূর্ণ নিশ্চিত করা হতো কি?

উত্তরঃ √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৪। প্রকল্প কাজের অগ্রগতি এবং মান নিয়মিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (Ministry/BWDDB/CE Khulna) কর্তৃক ফলোআপ করা হতো কি?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৫। মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা কতটুকু প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়ক বলে আপনি মনে করেন।

উত্তরঃ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শণের ফলে মনিটরিং ও রিপোটিং ব্যবস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৬। প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থাপক?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √ ☐না

উত্তর: 'না ' হলে তার কারণ কি?

উত্তরঃ চাহিদাকৃত অর্থ যথাসময়ে না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৭। প্রকল্প হতে যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে চাহিদাপত্র দেয়া হতো কি?

উত্তর: √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৮। অর্থ ছাড়ের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে যথাসময়ে অর্থ পাওয়া যেত কি?

উত্তর:

১৯। ঠিকাদারের দাবি যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়েছে কি?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √ ☐না

উত্তর: 'না' হলে তার কারণ এবং এর স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২০। প্রকল্পের সিসিব্লক, জিও টেক্সটাইল ব্যাগডাম্পিং করার ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক কমিটি করা হয়েছে কি?

উত্তর: √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২১। কমিটি করা হয়ে থাকলে সিসিব্লক, জিও টেক্সটাইল ব্যাগ পানিতে ফেলার পূর্বে এর সংখ্যা এবং গুণগতমান সম্পর্কে কমিটি প্রত্যয়ন করা হয়েছে কি?

উত্তর: √☐হ্যাঁ ☐ না

২২। গুণগতমান নিশ্চিতের লক্ষ্যে সিসি ব্লক এর ম্যাটেরিয়াল স্বীকৃত ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয়েছে কি?

উত্তর: √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৩। প্রকল্প এলাকায় পূর্বে কোন পোল্ডারিং সিস্টেম ছিল কি?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৪। প্রকল্প এলাকায় পূর্বে কোন বাঁধ ছিল কি?

উত্তরঃ □হ্যাঁ √ □না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৫। প্রকল্পে বাঁধ পুনঃ নির্মানের কাজ করা হয়েছে কি?

উত্তরঃ □হ্যাঁ √ □ না

উত্তরঃ 'না ' হয়ে থাকলে প্রকল্পের শিরোনাম বাঁধ পুনঃ নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ রাখার কারণ কি?

উত্তরঃ প্রথমে যখন প্রকল্প দাখিল করা হয় তখন প্রকল্পের শিরোনাম বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ ছিল। পরবর্তীতে বাধঁ পুনঃনির্মাণ কাজ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি পুর্নগঠন করা হলেও প্রকল্পের নাম একই থেকে যায়।

২৬। প্রকল্পটি নির্বাচন, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহি:প্রভাব (External influence) ছিল কিনা?

উত্তরঃ □হ্যাঁ √ □ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে মন্তব্য করেন।

প্রকল্পটি নির্বাচন, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বহিপ্রভাব (External influence) ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেছিল।

স্বাক্ষর ও সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর

৭১, পুরানা পল্টন লাইন

ঢাকা-১০০০।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষপটে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অন্যতম। সরকার জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের এই অর্থ ব্যয় করে থাকে। খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুনর্নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পটি ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক গৃহীত একটি প্রকল্প, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলা করতঃ Bangladesh Claimate Change Strategy and Action Plan 2009 এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদানের জন্য অনুরাধ করা যাচ্ছে।

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিটের জিজ্ঞাসাপত্র (প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের জন্য)।

নাম: মাহমুদ ইলিয়াস

পদবী: নির্বাহী প্রকৌশলী।

অফিসের নাম: খুলনা পশুর বিভাগ-২, বাপাউবো, খুলনা।

১। প্রকল্পটি ক্লাইমেট সেনসিটিভ কি না?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করন-

উত্তরঃ প্রকল্পটি উপকূলীয় জেলা খুলনার অন্তর্গত রূপসা উপজেলাধীন রামনগর-রহিমনগর এলাকায় অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রকল্প এলাকায় আঠারবাঁকী নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে এবং বাম তীরে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। নদীর গভীরতম স্থান নদীর বাম তীর বরাবর এগিয়ে আসছে। নদীভাঙনের ফলে বিলীন হয়েছে বর্ণিত এলাকার মূল্যবান জমি, ঘরবাড়ি, মসজিদ, অগণিত গাছপালা ও অন্যান্য অবকাঠামো। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল প্রকল্প এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকা নদীভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং বিপুল জনগোষ্ঠি ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে।

২। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই/বেইজ লাইন সার্ভে করা হয়েছে কি?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৩। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এলাকায় জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয়েছে কি?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৪। প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই/বেইজ লাইন সার্ভে এবং জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি পর্যালোচনা করে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৫। উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উদ্দেশ্যের বিপরীতে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডের উল্লেখ্য করা হয়েছে কিনা?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মকর্তগণের বিপরীতে ফলাফল পরিমাপ করার জন্য সুনির্দিষ্ট জ্ঞাপক নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা ?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

৭। প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ BCCSAP 2009 এর থিমেটিক এরিয়া এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

৮। অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে কী ধরনের কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

উত্তরঃ অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯। অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে কী ধরনের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে?

উত্তরঃ অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০। প্রকল্পটির জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় কোন পরিমাণ জ্ঞাপক লক্ষণীয় অবদান রাখছে কী?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ফলে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাপক লক্ষণীয় অবদান রাখছে। নদীভাঙ্গন রোধের ফলে জনগণের সামাজিক জননিরাপত্তা নিশ্চিত হলো।

১১। প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কি ধরনের মনিটরিং ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তরঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় ও বাস্তবায়নের পর নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	পরিদর্শনকারী কর্মকতার নাম	পদবী	তারিখ
১॥	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	০৪.০২.২০১৭
	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-১),বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	
২॥	জনাব মির্জা তারিক হিকমত	উপ-সচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৯.১১.২০১৫
৩॥	জনাবা শাকিলা ইয়াছমিন	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	০৬.১২.২০১৪
	জনাবা রাফিকা সুলতানা	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	
৪॥	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম	সচিব, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	১৭.০৫.২০১৪
	জনাব আহম্মদ শাহ	সহকারী পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	
	জনাব আমানউল্লাহ	নির্বাহী প্রকৌশলী, চীফ প্লানিং এর দপ্তর, বাপাউবো	
	জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন খান	প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
	জনাব মোঃ এজাজ মোর্শেদ খান	নির্বাহী প্রকৌশলী,এলজিইডি, ঢাকা	
৫॥	জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াশ হোসেন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা	৩১.০১.২০১৪
	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম	সচিব, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	১৫.১০.২০১৩
৬॥	জনাবা শাকিলা ইয়াছমিন	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	

১২। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে এবং নিয়মিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (Ministry/BWDDB/CCT) নিকট প্রেরণ করা হয় কি ?

উত্তরঃ √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (Ministry/BWDDB/CCT) কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি মান নিশ্চিত করা হতো কি?

উত্তরঃ √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৪। প্রকল্পে কাজের অগ্রগতি এবং তা নিয়মিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ(Mi ni st r y/BWDB/CE Khul na) কর্তৃক ফলো-আপ করা হলো কি?

উত্তর: √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৫। মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা কতটুকু প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের ফলে মনিটরিং ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে।

১৬। প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়ক বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তর: 'না' হলে তার কারণ কি ?

উত্তরঃ চাহিদাকৃত অর্থ যথাসময়ে না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৭। প্রকল্প হতে যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে চাহিদাপত্র দেয়া হতো কি?

উত্তর: √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৮। অর্থ ছাড়ের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে যথাসময়ে অর্থ পাওয়া যেত কি?
উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তর 'না' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৯। ঠিকাদারের দাবি যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়েছে কি?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

উত্তর 'না' হলে তার কারণ এবং এর স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২০। প্রকল্পের সিসিব্লক, জিও টেক্সটাইল ব্যাগডাম্পিং করার ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক কমিটি করা হয়েছে কি?

উত্তর: √ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২১। কমিটি করা হয়ে থাকলে সিসিব্লক, জিও টেক্সটাইল ব্যাগ পানিতে ফেলার পূর্বে এর সংখ্যা এবং গুনগতমান সম্পর্কে কমিটি কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়েছে কি?

উত্তর: √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২২। গুনগতমান নিশ্চয়তার লক্ষ্যে সিসিব্লক এর ম্যাটেরিয়াল স্বীকৃত ল্যাবরেটরিতে টেষ্ট করা হয়েছে কি?

উত্তরঃ √□ হ্যাঁ □ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৩। প্রকল্প এলাকায় পূর্বে কোন পোল্ডারিং সিস্টেম ছিল কি?

উত্তরঃ □হ্যাঁ √□ না

উত্তরঃ হ্যাঁ হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৪। প্রকল্প এলাকায় পূর্বে কোন বাঁধ ছিল কি?

উত্তরঃ □হ্যাঁ √□ না

উত্তরঃ হ্যাঁ হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৫। প্রকল্পে বাঁধ পুন:নির্মাণের কাজ করা হয়েছে কি?

উত্তরঃ □হ্যাঁ √ □না

উত্তরঃ 'না' হয়ে থাকলে প্রকল্পের শিরোনাম বাঁধ পুন:নির্মাণ নদীতীর সংরক্ষণ রাখার কারণ কি?

উত্তর" প্রথমে যখন প্রকল্প দাখিল করা হয় তখন প্রকল্পের শিরোনামে বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ ছিল। পরবর্তীতে বাঁধ পুন:নির্মাণ কাজ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠন করা হলেও প্রকল্পের নাম একই থেকে যায়।

২৬। প্রকল্পটি নির্বাচন, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বহিঃ প্রভাব (External influence) ছিল কিনা?

উত্তরঃ □হ্যাঁ √□ না

উত্তরঃ হ্যাঁ মন্তব্য করুন।

প্রকল্প নির্বাচন, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বহিঃ প্রভাব (External influence) ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

স্বাক্ষর ও সীল

তারিখ:

➢**নিরীক্ষা জিজ্ঞাসা-১:** বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থায়নে খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় ১ কিলোমিটার বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প (২০১২ খ্রি: থেকে ২০১৬খ্রি: বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটি Bangladesh Climate change Strategy and Action Plan,2009 এর থিমেটিক এরিয়া ১. সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং ৩. অবকাঠামো নির্মাণ এর আলোকে গ্রহন করা হয়।

পর্যবেক্ষণ দেখা যায় যে, সামজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে এমন কোন কর্মকান্ড ডিপিপিতে উল্লেখ নেই।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে তার দালিলিক প্রমানকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

উত্তর:

প্রকল্পটির থিমেটিক এরিয়াঃ ১। সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং ৩। অবকাঠামো নির্মাণ এর আলোকে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল কাজ ছিল নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ। কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদীভাঙন সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। নদীভাঙন রোধের ফলে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদেরকে বাস্তুচ্যুত হতে হবে না। কাজ বাস্তবায়নকালীন সময় কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং কাজ বাস্তবায়ন পরবর্তী সময় তা অব্যাহত থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় জনগণ স্বাস্থ্যের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন দালিলিক প্রমাণ সংরক্ষণ করা হয়নি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়নও করা হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
৭১, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ট্রাস্টফান্ড গঠন অন্যতম। সরকার জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের এই অর্থ ব্যয় করে থাকে। খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পটি ট্রাস্ট ফান্ড কর্তৃক গৃহীত একটি প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ূর ক্ষতি মোকাবেলা করতঃ Bangladesh Climate change Strategy and Action Plan,2009 এর উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়ন করা। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে একটি ফোকাস গ্রুপ প্রকাশনের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিটের জিজ্ঞাসাপত্র (এফজিডি এর জন্য)।

১। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি?

উত্তর: √☐হ্যাঁ ☐না

২। উক্ত সংরক্ষণ কাজটির দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার আপনি জানেন কি?

উত্তর: ☐ হ্যাঁ √☐ না ☐.....কিলোমিটার

৩। প্রকল্প এলাকায় পূর্বে কোন পোল্ডার বা বাঁধ ছিল কি?

উত্তর: ☐ হ্যাঁ √☐ না ☐.....কিলোমিটার

৪। রামনগর-রহিমনগর এলাকার নদীতীর সংরক্ষণের কাজটি সম্পাদনের ফলে এলাকাবাসীর উপকার হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তর: ☐ হ্যাঁ ☐না √☐ ধারণা নেই।

উত্তর: 'হ্যাঁ' হলে কী ধরণের উপকার হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

৫। নদীতীর কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে কি এলাকায় প্রতি বছর নদীভাঙন হতো ?

উত্তর: √☐হ্যাঁ ☐না

৬। নদীতীর কাজ সম্পন্ন হবার পরে কি এলাকায় প্রতি বছর নদীভাঙন হয় ?

উত্তর: ☐হ্যাঁ √☐ না

৭। নদীতীর সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে কি এলাকা প্রতি বছর বন্যার পানিতে প্লাবিত হত ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

৮। নদীতীর সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হবার পরে কি এলাকা প্রতি বছর বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

৯। নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে এই এলাকার মানুষের জীবিকা কি ছিল ?

উত্তরঃ শ্রমিক ও দিনমজুর।

১০। নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে এই এলাকায় কৃষিকাজ, শিল্প কারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্য ছিল কি?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে কি ধরনের কৃষিকাজ, শিল্প কারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

উত্তরঃ লবনের কারখানা, ডকইয়ার্ড।

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এই এলাকার মানুষের কৃষিকাজ, কারখানা, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি নদীর পানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হত কি?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

১২। আপনি কি মনে করেন নদীতীর সংরক্ষণের কারনে এই এলাকার মানুষের ঘরবাড়ি, কৃষিকাজ, কারখানা, ব্যবসা-বানিজ্য ও জীবিকা সুরক্ষিত হয়েছে?

উত্তরঃ √☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'না' হলে কারণ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

১৩। নদীতীর সংরক্ষণের কারণে এই এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে কি?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কী ধরনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

১৪। আপনি কি মনে করেন নদীতীর সংরক্ষণের কারণে এই এলাকার মানুষের মাসিক গড় আয় বেড়েছে ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না ☐ ধারণা নেই

উত্তরঃ 'না' হলে কারণ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের ও পরের অবস্থা বিবেচনা করে বলুন যে এর ফলে এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

১৬। যে স্থানটিতে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প করা হয়েছে সে স্থান নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা?

উত্তরঃ √□ হ্যাঁ □ না

উত্তরঃ 'না' হলে কারণ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

১৭। এই প্রকল্প ছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ/প্রাণিসম্পদ/মৎসসম্পদ অধিদপ্তর অথবা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিওর মাধ্যমে অত্র এলাকার কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আছে/ছিল কি?

উত্তরঃ □ হ্যাঁ □ না √□ জানা নেই

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে কর্মসূচীর নাম এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম উল্লেখ করতে অনুরোধ করছি।

১৮। আলোচ্য প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে কোন অনিয়ম/দুর্নীতি হয়েছে কি?

উত্তরঃ □ হ্যাঁ □ না √□ জানা নেই

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কী ধরণের দুর্নীতি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করছি।

স্বাক্ষর ও সীল

তারিখঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
৭১, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ট্রাস্টফান্ড গঠন অন্যতম। সরকারি জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের এই অর্থ ব্যয় করে থাকে। খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পটি ট্রাষ্ট ফান্ড কর্তৃক গৃহীত একটি প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ূর ক্ষতি মোকাবেলা করতঃ Bangladesh Climate change Strategy and Action Plan,2009 এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুন:নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিটের জিজ্ঞাসাপত্র (সুবিধাভোগীদের জন্য)।

আপনার নাম: সোহরাব

পিতার নাম: ওয়েজ উদ্দিন

ঠিকানা: রামনগর, রুপসা, খুলনা।

১। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত রামনগর-রহিমনগর এলাকার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি?

উত্তর: √ ☐ হ্যাঁ ☐ না

২। আপনি বর্তমান ঠিকানায় কত বছর ধরে বসবাস করছেন ?

উত্তর: ৩০ বছর

৩। আপনার বর্তমান পেশা কি ?

উত্তর: অবসর

৪। বর্তমান পেশায় আপনি কত বছর ধরে আছেন ?

উত্তর: ০৮ বছর

৫। নদীতীর সংরক্ষণের পরে আপনার পেশা কি ?

উত্তর: ঐ

৬। নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে আপনার পেশা কি ছিল ?

উত্তর: ঐ

৭। নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে আপনার এলাকার মানুষের জীবিকা কি ছিল ?

উত্তর: শ্রমিক, ব্যবসা

৮। বর্তমানে আপনার এলাকার মানুষের জীবিকা কি ?

উত্তরঃ ঐ

৯। আপনি কি মনে করেন নদীতীর সংরক্ষণের কারণে আপনার বর্তমান পেশা সুরক্ষিত ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

১০। আপনি কি মনে করেন নদীতীর সংরক্ষণ কাজের কারণে এলাকার মানুষের জীবিকা সুরক্ষিত ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

১১। আপনি কি মনে করেন নদীতীর সংরক্ষণের কারণে আপনার আয় বেড়েছে ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

১২। নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে কি এলাকায় প্রতি বছর নদীভাঙ্গন হত ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

১৩। নদীতীর সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হবার ফলে কি এলাকায় নদীভাঙন বন্ধ হয়েছে ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

১৪। নদীতীর সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হবার পূর্বে কি এলাকায় প্রতি বছর বন্যার পানিতে প্লাবিত হত ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

১৫। নদীতীর সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হবার পরে কি এলাকায় প্রতি বছর বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

১৬। তীর সংরক্ষণ কাজ হবার পূর্বে নদীর পানির দ্বারা এলাকার কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হত কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

১৭। তীর সংরক্ষণ কাজ হবার পরে বর্তমানে নদীর পানির দ্বারা এলাকার কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

১৮। তীর সংরক্ষণ কাজ হবার পরে বর্তমানে বর্ষা মৌসুমে নদীর তীর উপচে পানি এলাকায় প্রবেশ করে কি ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

১৯। নদীতীর সংরক্ষণের পূর্বে বন্যার কারণে আপনি আপনার ঘরবাড়ি, কৃষিজমি, কারখানা, ব্যবসা ইত্যাদি হারিয়েছেন কি ?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

২০। নদীতীর সংরক্ষণের পরে বন্যা হতে আপনার ঘরবাড়ি, কৃষিজমি, কারখানা, ব্যবসা ইত্যাদি সুরক্ষিত হয়েছে কি?

উত্তরঃ √☐হ্যাঁ ☐ না

২১। নদীতীর সংরক্ষণের পূর্বে বন্যার কারণে কতগুলো পরিবার তাদের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি, কারখানা, ব্যবসা ইত্যাদি হারিয়েছেন ?

উত্তরঃ ১২০ টি

২২। আপনার জানা মতে আঠারো বাকী নদীর পানি লবণাক্ত কি ?

উত্তরঃ ☐হ্যাঁ ☐ না √☐ অল্প লবণাক্ত ☐ শীতের মৌসুমে লবণাক্ত

২৩। উত্তর 'হ্যাঁ' অথবা 'অল্প লবনাক্ত' অথবা 'শীতের মৌসুমে লবণাক্ত' হলে তা কি ফসলের ক্ষতি করে ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

২৪। নদীতীর সংরক্ষণের ফলে ফসলের উৎপাদনের বা কৃষি জমি ব্যবহারে পরিবর্তন হয়েছে কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

২৫। নদীতীর সংরক্ষণের ফলে আপনার মাসিক গড় আয় বেড়েছে কিনা ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

২৬। নদীতীর সংরক্ষণের কাজটি সঠিকভাবে হয়েছে বলে মনে করেন কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

উত্তর 'না' হলে কারণ কি?

কাজের সাথে খালে গেইট না করায় এলাকা জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়

২৭। নদীতীর সংরক্ষণের পূর্বের ও পরের অবস্থা বিবেচনা করে বলুন যে এর ফলে এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান কোন পরিবর্তন হয়েছে কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বলুন।

২৮। এই প্রকল্প ছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ/প্রাণিসম্পদ/মৎসসম্পদ অধিদপ্তর অথবা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিওর কোন প্রকল্প বা কর্মসূচীর মাধ্যমে অত্র এলাকায় কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আছে/ছিল কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

উত্তরঃ 'হ্যাঁ' হলে

প্রতিষ্ঠানের নাম----------

কাজের বিবরণ----------

২৯। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নতুন কোন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

৩০। প্রকল্প এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার ফলে আপনার কোন ক্ষতি হয়েছে কি ?

উত্তরঃ ☐ হ্যাঁ √☐ না

উত্তরদাতার স্বাক্ষর/আঙ্গুলের ছাপ

তারিখঃ